দৈনিক

10 DEC 2013

৬ ৮

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা : চাই মানসম্মত শিক্ষক

দেওয়ান আযাদ রহমান

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অন্যতম। প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার রয়েছে। অথচ সারাবিশ্বের ৫৭ মিলিয়নের অধিক শিশু এখনও প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র ও ২৩টি আন্তর্জাতিক সংগঠন ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। পৃথিবীর সকল দেশেই এ লক্ষ্যে কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে চীন, চিলি, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলংকা অনেকাংশে সফল হয়েছে। কিন্তু আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার তুলনামূলক কম। তবে এ সকল দেশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নানামুখী কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে সার্বজনীন শিক্ষার জন্য বিশ্ব সম্মেলনে যে ঘোষণা গৃহীত হয়েছিল তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য ২০০০ সালে সেনেগালের ডাকারে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি, ইউনেস্কো ও বিশ্বব্যাংকের মত উন্নয়ন সংস্থার সিদ্ধান্তক্রমে: (১) লিঙ্গবৈষম্যহীনতা, (২) বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতভাগ (৩) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা (৪) বয়স্ক শিক্ষা (৫) সাক্ষরতার বৃদ্ধিতে শিক্ষা ও (৬) মানসম্মত শিক্ষা— এ ছয়টি বিশেষ শিক্ষা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ডাকারের ঘোষণা মতে বিশ্বের প্রায় সব দেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেকাংশে সফল হয়েছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তবে ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শহর অঞ্চলে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। সরকারও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বয়স্ক শিক্ষা বাস্তবায়নে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার হতাশাব্যঞ্জক। বিভিন্ন মহলের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ঝরে পড়া রোধ বিশেষ কর্মসূচি চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে সফলতার সম্ভাবনা খুব বেশি। তবে বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা। আন্তর্জাতিক সংগঠন এডুকেশন ইন্টারন্যাশনালের মতে মানসম্মত শিক্ষার মূল উপাদান হল: মানসম্মত শিক্ষক, মানসম্মত পরিবেশ ও মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মানসম্মত শিক্ষক বা সু-শিক্ষক। জাতিসংঘের ঘোষিত কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের জন্য মানসম্মত শিক্ষক তৈরির জন্য তিন কোটি শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক সংগঠন এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল ও আন্তর্জাতিক এনজিও অক্সফাম অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এগিয়ে এসেছেন। ইতোমধ্যে সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, গণসাক্ষরতা অভিযান (ক্যাম্পেইন), সেভ দ্য চিলড্রেন, প্লান, আমার অধিকার সুপ্রোগসহ অন্য নেতৃস্থানীয় জাতীয় এনজিও প্রতিনিধি এবং ইআই অধিভুক্ত বাংলাদেশ টিচার্স ফেডারেশনের নেতৃবর্গের সাথে নীতি নির্ধারণী সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং শিগগিরই কর্মসূচি বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সবাই বিশ্বাস করেন, সুশিক্ষককে অনেক গুণাবলির অধিকারী হতে হয়। তাকে অবশ্য মনে রাখতে হবে শিক্ষকতা কেবল চাকরি নয়, বরং এটি একটি মহান পেশা। সর্বদা ন্যায়নীতির প্রশ্নে আপোষহীন মূর্ত প্রতীক। তিনি শিক্ষার্থীর মনন, মেধা, অন্বেষণশক্তির বিকাশ, পরিশীলন, উন্নয়ন ও প্রসার সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। শিক্ষককে দক্ষ, মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন জাতি গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হয়। শিক্ষককে অবশ্যই বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক, অন্যান্য বই, খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়তে হবে এবং শ্রেণিকক্ষে যাওয়ার পূর্বে প্রস্তুতি নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মতামতে গুরুত্ব দেয়া, দলগত কাজে সহযোগিতা করা, কৃতিত্বের প্রশংসা করা, তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ প্রদর্শন করা, সর্বদা তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা, নম্বর প্রদানে পক্ষপাতিত্ব না করা নিয়মনীতি, শৃঙ্খলা, সময়ের প্রতি সচেতনতা, পোশাক-আশাক, আদব-কায়দা, শালীনতাবোধ রক্ষা করা ইত্যাদি বিষয়সমূহে অবশ্য যত্নশীল হতে হবে। অধিকন্তু সুশিক্ষক পেতে হলে মেধাবীদের এ পেশায় আকৃষ্ট করতে হবে। শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা ও আর্থিক নিশ্চয়তা না থাকলে মেধাবী শিক্ষার্থীরা এ পেশায় আকৃষ্ট হতে চায় না। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন স্কেল নির্ধারিত হলে উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও এ পেশায় আগ্রহী হবেন। তাছাড়া শিক্ষকদের ক্রমাগত পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সময়োপযোগী ও আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করতে হবে। শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রমের সাথে মিল রেখে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করে এর আলোকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ খুবই প্রয়োজন। আদর্শ মানদণ্ডের ভিত্তিতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক গুণগতমান বজায় রাখার জন্য শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, বাৎসরিক বাজেট শিক্ষাখাতে প্রতিশ্রুত ৬% বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি সময় পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত নিত্য নতুন নির্ভুল পাঠ্যপুস্তক রচনা, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শ্রেণিকক্ষে আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক উপকরণ যেমন ওভারহেড প্রজেক্টর, অডিও ভিডিও স্লাইড, রঙিন বোর্ড, চক ডাস্টার প্রভৃতি কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষাদানকে চিত্তাকর্ষণ করেই শিক্ষার্থীদের জীবনভিত্তিক শিক্ষাদান সম্ভব।

● লেখক: জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ টিচার্স ফেডারেশন (এফিলিয়েটেড
এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল)
e-mail:azad2069@gmail.com